গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৫০ সংখ্যা | ২৮ জুলাই - ৩ আগস্ট ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ

জন্মশতবর্ষ পালন করুন

মহান নেতার শিক্ষা থেকে

সত্যানুসন্ধান যার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, মিথ্যাচার দিয়ে যার চলে না— সে হল সর্বহারা শ্রেণি। সত্যের দরকার, জ্ঞানের দরকার আজ সবচেয়ে বেশি শ্রমিক চাষি নিম্নমধ্যবিত্ত তথা সাধারণ মানুষের। কারণ, জ্ঞানের প্রদীপ ছাড়া, জ্ঞানের অস্ত্র ছাড়া, হাতিয়ার ছাড়া অজ্ঞাত সমস্যাগুলোর ভেতরে তারা রোশনি ফেলতে পারে না। যে সমস্ত ধোঁকাবাজি, যে সমস্ত অর্থনৈতিক রহস্য, সামাজিক রহস্য, বিভ্রান্তি ও চক্রান্তের জাল পুঁজিপতি শ্রেণি বিছিয়ে রেখেছে গোটা সমাজে, তার ফাঁসগুলো খুলতে হলে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালতে হবে। আর সে প্রদীপ বিজ্ঞান দিয়েই জ্বালা সম্ভব। তাই আজকের দুনিয়ায় বিজ্ঞানের সাধক বুর্জোয়ারা নয়— প্রলেটারিয়েটরাই।

(মার্কসবাদ ও মানব সমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে)

সমাবেশ ব্রিগেডে
প্রস্তুতি ঘরে ঘরে

৫ আগস্ট, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষের সমাপনী সমাবেশ। ওই দিন কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বেলা ১২ টায় এক ঐতিহাসিক সমাবেশ শুরু হবে। তার প্রস্তুতি চলছে রাজ্যে রাজ্যে জেলায় জেলায় গ্রাম থেকে শহরে। সর্বভারতীয় এই সমাবেশ সফল করতে ছোট-বড় অসংখ্য সভা, পথসভা, অটো-টোটো-ম্যাটাডোর-ভ্যানে মাইক প্রচার চলছে পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায়। ছাত্র-যুব-মহিলা-কৃষক-খেতমজুর থেকে শ্রমিক মহল্লায় চলছে মুক্তির দিশারি এই মানুষটির যুগান্তকারী চিন্তাধারা নিয়ে নিবিড় চর্চা।

অসংখ্য সাধারণ মানুষ বুঝে নিতে চাইছেন ঠিক কী কারণে ব্রিগেডের সমাবেশে যেতে হবে তাঁদের। বুদ্ধিজীবী থেকে অসংগঠিত নানা ক্ষেত্রের মানুষ এই চিন্তানায়ককে জানতে বুঝতে জড়ো হচ্ছেন। শহরের বস্তি এলাকা, ফুটপাতে বসবাসকারী মানুষরাও জানতে চাইছেন এই দার্শনিকের জীবন-সংগ্রামের কথা। ডাক্তার-অধ্যাপক-আইনজীবী-সরকারি কর্মচারী সহ সমাজের বিশিষ্ট জনেরা নানা মিটিং-এ উপস্থিত হয়ে শুনছেন দলের বক্তব্য। নিজেরা বহু জায়গায় মিটিং আয়োজনে সহযোগিতা করছেন এবং ব্রিগেডের সভায় যাওয়ার জন্য আত্মীয়-বন্ধুদের বলছেন। আশাকর্মী-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-পৌর স্বাস্থ্যকর্মী-পরিচারিকা-মোটরভ্যান চালক-টোটো চালক-রিক্সা চালক-নির্মাণ শ্রমিক-চা-শ্রমিক-ঠিকা শ্রমিক-হোসিয়ারি শ্রমিকরা তাঁদের একদিনের রোজগার বন্ধ

চারের পাতায় দেখুন

সমাবেশের প্রস্তুতি রাজ্যে রাজ্যে
ছবি ঃ কেরালার আলেপ্পি

মণিপুর ঃ সত্য আড়াল করতেই কি আলোচনা এড়ানো প্রধানমন্ত্রীর

মণিপুরের যে নারীরা বিবস্ত্র অবস্থায় রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য হয়েছেন, যাঁরা গণধর্ষণের শিকার, যাঁরা দেখেছেন বাবা-মা-ভাইবোন-প্রতিবেশীদের নৃশংস হত্যা— প্রধানমন্ত্রী কথিত অমৃতকালে তাঁদের কি আদৌ কোনও ভাগ আছে? যদি থাকত, তাহলে তিন নারীর ওপর নারকীয় নির্যাতনের ভিডিও প্রকাশ্যে আসার আগে পর্যন্ত ৭৮ দিন ধরে প্রধানমন্ত্রী কি পারতেন এর একটা নিন্দা, নির্যাতিতের প্রতি একটা সহানুভূতির কথাও উচ্চারণ না করতে? ৭৯তম দিনেও মাত্র একবার বিষয়টার উল্লেখ করেই তিনি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন! ঘটনাটা কি এতই তুচ্ছ? প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেই তাঁর দোসর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

দুয়ের পাতায় দেখুন

‘তোমাদের বড় হওয়াটা খুব জরুরি ছিল’

এস ইউ সি আই ব্রিগেডে সমাবেশের ডাক দিয়েছে? একদম একা? জনৈক প্রবীণ ব্যক্তির এমন প্রশ্নের উত্তরে দলের এক কর্মী জানালেন, হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমরা একাই ডাক দিয়েছি এই সমাবেশের। এ কথা জেনে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করলেন তিনি। বললেন, তোমাদের বড় হওয়াটা খুবই জরুরি ছিল। তোমরাই সরকারগুলোর অন্যায় নীতির প্রতিবাদ করো। বাকি সব তো একই মুদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। বললেন, আমি যাব ব্রিগেড দেখতে।

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক
কমরেড শিবদাস ঘোষ
জন্মশতবর্ষে

৫ আগস্ট

ব্রিগেড চলো

বেলা ১২টা

প্রধান বক্তা - কমরেড প্রভাস ঘোষ
বক্তা - কমরেড সত্যবান
সভাপতি - কমরেড রাধাকৃষ্ণ
পতাকা উত্তোলন - কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

সত্য আড়াল করতেই আলোচনা এড়ানো প্রধানমন্ত্রীর

একের পাতার পর

ফাটা রেকর্ডের মতো আউড়ে চলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী প্রতিদিন মণিপুরের খোঁজ নেন, তিনি সব খোঁজ রাখেন’। তাহলে, ৪ মে মহিলাদের ওপর নারকীয় নির্যাতনের খবরটাও নিশ্চয়ই তিনি আগেই জানতেন! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেও অনেক টালবাহানার পর তিনদিনের মণিপুর ভ্রমণ সেরে

মণিপুরে বর্বরতার বিরুদ্ধে হরিয়ানার ভিওয়ানিতে বিক্ষোভ

সব ‘খোঁজখবর’ নিয়ে এসেছেন বলে জানিয়েছিলেন। তাঁরও তো বিষয়টা না জানার কথা নয়! আর যদি তর্কের খাতিরেও ধরে নেওয়া যায়, কেউ তাঁদের মণিপুরের এইসব ভয়াবহ ঘটনা জানায়নি, তাহলে ভাবতে হবে— কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে এমন মন্ত্রী পুষে দেশের মানুষের কী লাভ? এখন জানা যাচ্ছে রাজ্যের পুলিশ কর্তা, কেন্দ্রের নিযুক্ত নিরাপত্তা উপদেষ্টা থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সকলেই বিষয়টা জানতেন। অথচ ভিডিওটি সামনে আসার আগে তাঁরা কেউ দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের কথা ভেবেই উঠতে পারেননি কেন?

বিজেপি পরিচালিত ‘ডবল ইঞ্জিন’ রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আরও সাংঘাতিক কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এমন শত শত ঘটনা আছে, পুলিশ কতজনকে গ্রেপ্তার করবে? সব দেখেও চোখ বুজে থাকার জন্যই কি তিনি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার আঁকড়ে আছেন? গত তিন মাস ধরে মণিপুরের এইরকম বা এর থেকেও ভয়াবহ নানা ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে দেখা গেছে। যা দেখে শিউরে না উঠে কোনও মানুষই পারে না। অথচ মণিপুরের ঘটনাকে লঘু করে দেখাতে দেশের অন্যান্য জায়গায় যত নারী নির্যাতনের ঘটনা হচ্ছে বিজেপি নেতারা এখন সেগুলিকেই বেশি করে তুলে ধরছেন। কোথাওই নারী নির্যাতনের একটি ঘটনাও ঘটা উচিত নয়, সবগুলিই চরম নিন্দনীয়। কিন্তু এর দ্বারা কি মণিপুরের সামগ্রিক পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে চাপা দেওয়া যায়? মণিপুরের সমস্যা কি নিছক একটি আইনশৃঙ্খলার, বা শুধুই নারী নির্যাতনের সমস্যা? সেখানে একটা জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আক্রমণের অভিযোগ উঠছে। একই রাজ্যে পাশাপাশি বাস করা দুটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বাসের বাতাবরণ পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে, কুকিরা মেইতেই এলাকা থেকে পালাচ্ছেন, মেইতেইরা কুকি এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। পুলিশকর্তা, সরকারি অফিসাররা পর্যন্ত নিজ নিজ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকার নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে ব্যগ্র। এই পরিস্থিতিকে যে সরকার এবং তার প্রধানমন্ত্রী লঘু করে দেখাতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে তো প্রশ্ন উঠবেই।

সরকার নাকি অনেক ভেবেও দাঙ্গা থামানোর কোনও পথ পাচ্ছে না! পথ তাঁরা পেতে পারতেন, যদি জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থাকত। রক্তপাত থামাতে এখনই সরকারের পক্ষ থেকে কতগুলি সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি ও পদক্ষেপ নিয়ে বলা দরকার ছিল কুকি, নাগা, মেইতেই সহ কোনও ভারতীয় নাগরিককে যাতে জমি বা বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ না করা হয় তা সরকার দেখবে। দ্বিতীয়ত, জমি, বনাঞ্চল, জলাভূমি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের অধিকার থেকে কোনও জনজাতির মানুষ যাতে বঞ্চিত না হন, তা সরকার নিশ্চিত করবে। তৃতীয়ত, ভাষা, সম্প্রদায়, জাতি

ঝাড়খণ্ডের বোকারোয় বিক্ষোভ

পরিচয় নির্বিশেষে সব মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। চতুর্থত, মন্ত্রী, আমলা, সরকারি কর্মচারী, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে কোনওরকম জাতিগত পক্ষপাতিত্ব যাতে না থাকে তা সরকার নিশ্চিত করবে। এর কোনওটি করতে চান না বলেই কি প্রধানমন্ত্রী সংসদেও আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছেন? এ থেকে একটা সিদ্ধান্তেই আসতে হয়— মণিপুরের দাঙ্গা বন্ধ করতে ইচ্ছুক নয় বিজেপি সরকার। আরও বুঝে নিতে হয়, মানুষে মানুষে এই হানাহানি থেকে তারা কোনও বিশেষ ফয়দা তুলতে চায়!

বাস্তব হল, বিজেপির সংকীর্ণ ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি এবং একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের স্বার্থ রক্ষায় তাদের উদ্যোগ মেইতেই ও কুকিদের মধ্যে দাঙ্গা লাগতে সাহায্য করেছে। এর আগেও গণদাবীর পাতায় আমরা দেখিয়েছি— বিজেপি সরকার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই মণিপুরের পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেওয়ার রাস্তা খুঁজতে শুরু করেছে। এই জন্য তারা মণিপুরের সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈরিতার বাতাবরণ চায়। ভারতের সর্বত্রই বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মানুষের মধ্যে একটা নিরাপত্তার অভাববোধ তৈরি করে। সংখ্যাগরিষ্ঠের শত্রু হিসাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মানুষকে দেখায়। বোঝায়, ওদের জন্যই তোমাদের কোনও উন্নতি হতে পারছে না। মণিপুরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তারা ঠিক একই খেলা খেলেছে। তারা মেইতেইদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, বেকারত্ব, চাষের দুর্দশা সব কিছুর জন্য কুকি, নাগাদের দায়ী করে প্রচার চালিয়েছে। এমনিতেই মণিপুরের বেশিরভাগ মানুষ খুবই দরিদ্র। মেইতেই থেকে শুরু করে আদিবাসী সকলেই দারিদ্রে জর্জরিত। যে এসটি সংরক্ষণের সুযোগের কথা বলে বিজেপি মেইতেইদের আদিবাসীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাচ্ছে, তা পেলেও কতজনের জীবনের সুরাহা হবে? তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, কোনও গোষ্ঠী এসটি তালিকায় থাকলেও তার থেকে বেশি সুযোগ কারা পায়? যারা তাদের মধ্যে কিছুটা অর্থবান এবং ক্ষমতাশালী তারাই তো! মেইতেইরা এসটি তালিকায় গেলেও কি অলাদা কিছু ঘটবে? সকলের জন্য চাকরি, জীবিকা, শিক্ষার দাবি এইভাবে নানা ডামাডোলে চাপা দেওয়া হচ্ছে।

কুকি এবং আদিবাসীরা পাহাড়ে জমি, জঙ্গলের ওপর অধিকার আদায় করেছিলেন ১৯১৭ থেকে ’১৯ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়ে বহু রক্ত দিয়ে। আবার স্বাধীনতার আগে থেকেই মেইতেই জনগোষ্ঠীর বহু গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষ ও ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা অনেকেই পাহাড় এবং উপত্যকার উভয় জনগোষ্ঠীর মানুষের স্বার্থ এক বলে তুলে ধরেছেন। সকলের জন্য সমান ভোটাধিকারের দাবি তুলে মেইতেই রাজশক্তি এবং ব্রিটিশ শাসক উভয়ের হাতেই এই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা নির্যাতিত, নির্বাসিত হয়েছেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আইএনএ বাহিনীর পাশেও কুকি এবং মেইতেই উভয় গোষ্ঠীর মানুষই ছিলেন। যদিও স্বাধীনতার পর মণিপুরের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি যখন সমাজের গণতন্ত্রীকরণের কথা ভাবতে শুরু করেছেন, সেই সময় তাঁদের শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করা ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে ভারতভুক্তির পথে

বিক্ষোভ মেদিনীপুর শহরে

কুকি জনগোষ্ঠীকেই মায়ানমার থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী, বেআইনি পোস্ত চাষি, ড্রাগ কারবারি হিসাবে দাগিয়ে দিয়েছে। ঐতিহাসিক কারণেই দীর্ঘকাল ধরে সমতলবাসী শাসকদের সাথে পাহাড়ি জনজাতিদের এক ধরনের দূরত্ব

ছয়ের পাতায় দেখুন

মণিপুরে বর্বরতায় দায়ী কেন্দ্র-রাজ্যের বিজেপি সরকার

— এআইএমএসএস

মণিপুরে পুলিশি হেফাজত থেকে তিন মহিলাকে ছিনিয়ে নিয়ে পুলিশেরই যোগসাজশে উগ্র জাতিবিদ্বেষে অন্ধ একদল দুর্বৃত্ত যেভাবে তাঁদের নগ্ন করে রাস্তায় হাঁটিয়েছে ও পরে বর্বর গণধর্ষণ চালিয়েছে, সেই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি ২০ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, গোটা দেশের পক্ষে লজ্জাজনক এই ঘটনা দেখিয়ে গেল, পুলিশ-প্রশাসন নীরব দর্শক অথবা প্রশ্রয়দাতার ভূমিকা নিলে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক জাতিগত-গোষ্ঠীগত দাঙ্গায় মহিলারাই হন আক্রমণের সহজ নিশানা। তিনি বলেন, এই ভয়াবহ ঘটনা ও মণিপুরে এই ভয়ানক পরিস্থিতি চলতে দেওয়ার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকারই দায়ী।

কমরেড ছবি মহান্তি অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে এই পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানান।

না হেঁটে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার গাজোয়ারির মনোভাব নেয়। ফলে মণিপুরের মানুষের প্রাদেশিক আবেগ ঘা খায়। স্বাধীনতার পর থেকে মণিপুর বারবার প্রাদেশিকতাবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে রক্তাক্ত হয়েছে। এই রকম একটা রাজ্যে আদিবাসী এবং অন্য জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার সম্পর্ক যে কতটা স্পর্শকাতর হতে পারে, তা না বোঝার মতো বোকা কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের শাসকরা নন। তাঁরা অশান্তি উস্কে দিতে না চাইলে হাইকোর্টে মেইতেইদের এসটি তালিকাভুক্তির প্রশ্নে নিরপেক্ষ এবং সঠিক অবস্থান নিতেন। তা না করে বিজেপি দল এবং সরকারি কর্তারাও সমগ্র

কমরেড শিবদাস ঘোষের মূল্যবান শিক্ষা

শোষিত নিপীড়িত মানুষের জ্ঞানসাধনার প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরি

আপনারা যারা সমাজকে পাল্টাতে চান, দুনিয়াকে পাল্টাতে চান, এই পুঁজিবাদী শোষণের জাঁতাকল থেকে মুক্তি পেতে চান, তাঁদের জীবনভোর সত্যের সাধনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এই কারণেই শোষিত, নিপীড়িত মানুষের ক্ষেত্রে সত্যসাধনার প্রশ্নটিও অত্যন্ত জরুরি। কেননা, সত্য হল অমোঘ সত্য, 'ডিসিসিভ ট্রুথ'। অন্যদিকে, এক-একটি বিশেষ মুহূর্তে সত্য হল কোনও বিশেষ বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য— অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট ধারণার সেখানে স্থান নেই। *(মার্ক্সবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক)*

আমি সামাজিক মানুষ, আমি সমাজেরই একজন। সমাজ পচে গেলে ক্ষয়ে গেলে গোটা মানবসমাজের ক্ষতি, সাথে সাথে আমারও ক্ষতি। ফলে সমাজে সমস্যা কী, সমাজ কেন অধোগতির দিকে নেমে যাচ্ছে— সে সব নিয়ে যদি যুবকরা মাথা না ঘামান, এ ব্যাপারে যদি তাদের কোনও দায়িত্ববোধ না থাকে, এ ব্যাপারে যদি তাদের কোনও করণীয় কাজ না থাকে— তাদের কাজ যদি হয় সমাজ অভ্যন্তরের শ্রেণিসংগ্রামগুলো এবং সমস্ত রকমের সামাজিক আন্দোলনের সাথে সম্পর্কচ্যুত শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা, তাহলে আমি বলব, তা জ্ঞানতত্ত্বের বা জ্ঞানসাধনার নামে ভাঁড়ামি। *(যুবসমাজের প্রতি)*

জীবনের নতুন প্রয়োজনকে ভিত্তি করে জন্ম নেয় নতুন আদর্শবাদ

বুর্জোয়া স্বাধীনতা বা জাতীয়তাবোধের যে আদর্শকে উচ্চারণ করলে একদিন মানুষকে জান দিতে হত, আজ সেই বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধ্যানধারণা, দেশাত্মবোধ, দেশপ্রেমের ধ্যানধারণা শোষকশ্রেণির হাতে সুবিধার অস্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ সেই আদর্শবাদ আজ শোষকশ্রেণির শাসন, জুলুম, আধিপত্য রক্ষার আদর্শে রূপান্তরিত হয়েছে। *(যুবসমাজের প্রতি)*

ইতিহাসের গতিপথে সেই জাতীয়তাবাদী ও বুর্জোয়া মানবতাবাদী আদর্শ আজ যে শুধু অকেজো হয়ে গিয়েছে, প্রতিক্রিয়াশীল রূপ ধারণ করেছে তাই নয়, উপরন্তু আজ তা ক্ষমতাসীন শাসক-শোষক পুঁজিপতিশ্রেণির হাতে একটা 'প্রিভিলেজ' (সুবিধা) নেওয়ার অস্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে। তাই আজ আর কোনও মতেই পুরনো দিনের সেই জাতীয়তাবাদী আদর্শ যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে না। *(সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বেকার সমস্যার সমাধান কোন পথে)*

কিন্তু, এই আদর্শবাদ ও নীতি-নৈতিকতার ধারণার কোনও শাশ্বত রূপ নেই। আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ না থাকলে কোনও সমাজ এগোতে পারে না। কিন্তু আজ যে আদর্শবাদ সমাজকে এগোতে সাহায্য করছে আগামীকাল আবার সেই আদর্শই সমাজের রাশ টেনে ধরছে, সমাজপ্রগতির বিরোধিতা করছে, মহাপ্রতিক্রিয়াশীল আদর্শে পরিণত হচ্ছে। এটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ, মানুষের প্রয়োজন এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। তাই জীবনের নতুন প্রয়োজনকে ভিত্তি করে নতুন আদর্শবাদ জন্ম নেবেই।

(মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক)

সত্যানুসন্ধানই হচ্ছে মার্ক্সবাদের বুনিয়াদ

মার্কসবাদকে আমাদের একটি বিজ্ঞান হিসেবেই বুঝতে হবে— কতকগুলো শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় ধারণার ভিত্তিতে নয়। অর্থাৎ, যে 'কো-অর্ডিনেটেড নলেজ' বা 'কমপ্রিহেনসিভ সায়েন্স' হিসেবে মার্ক্সবাদ গড়ে উঠেছে তাকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ বিশেষ দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করতে হবে। এর মধ্য দিয়েই মার্ক্সবাদের ধারণাগুলোকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মার্ক্সবাদ শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, এটা একটা বিশ্বদর্শন— 'ওয়ার্ল্ড আউটলুক' এবং 'গাইড টু অ্যাকশন'।

(মার্ক্সবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক)

ভোটের মাধ্যমে মুক্তি অসম্ভব

ভোটের মারফত হাজার বার গভর্নমেন্ট পাল্টে বা আক্ষরিক অর্থে আইনকানুন সংশোধন করার চেষ্টা করার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থা থেকে মুক্তি অর্জন অসম্ভব। এই মুক্তি অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোকে সঠিক বিপ্লবী কায়দায় পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জনসাধারণের অমোঘ বিপ্লবী সংঘশক্তি গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণির দলের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা। এ ছাড়া জনসাধারণের মুক্তির আর কোনও দ্বিতীয় রাস্তা নেই। বাকি সব রাস্তাই হচ্ছে অযথা সময় নষ্ট ও আত্মপ্রতারণা মাত্র।

(১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা ও গণমুক্তির সমস্যা)

আমি সচেতন— এ কথার অর্থ কী

'আমি সচেতন' এইজন্যই যে, আমি সচেতনভাবে নিজেকে এবং পরিবেশকে পরিবর্তিত করার জন্য তৈরি। এই তৈরি যদি আমি না থাকি, তাহলে আমি সচেতন নই। ডিকশনারির ভাষায় হয়ত আমি শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী; কিন্তু আসলে আমি সচেতন নই। একজন সচেতন মানুষ তাঁর উদ্যোগ ছাড়তে পারেন না। একজন সচেতন মানুষ শুধু আলোচনাই করেন না, সচেতন মানুষের নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকে এবং সেই দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। এ ব্যাপারে তিনি কারও কাছে অজুহাত দিতে পারেন না, নিরর্থক জবাবদিহি করতে পারেন না। লড়াই করে তিনি হারতে পারেন, পরীক্ষা করার মধ্য দিয়ে তিনি ব্যর্থ হতে পারেন। কিন্তু, তাঁর ব্যর্থতার সমস্ত জিনিসটাই মাথা উঁচু করে তিনি দুনিয়ার কাছে রাখতে পারেন। কারণ, তিনি ফাঁকি দেননি। তিনি বসে বসে কেবল আলোচনা করেননি। কেন করতে পারছেন না, বা কীসের জন্য করতে পারছেন না, শুধু তার কারণ খুঁজে বেড়াননি। তিনি চেষ্টা করেছেন, লড়াই করেছেন, উদ্যোগ নিয়েছেন, তারপর ব্যর্থ হয়েছেন। বিপ্লবীদের চিন্তা, মানসিকতা এরকম হবে।

(অন্ধ অনুকরণ করে বিপ্লব করা যায় না)

কোনও মানুষই শ্রেণিউর্ধ্ব নয়

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সামাজিক চিন্তা যেখানে শ্রেণিচিন্তা সেখানে কোনও ব্যক্তিই শ্রেণিস্বার্থ থেকে মুক্ত ব্যক্তি নয়। যিনি যত বড় মহামানবই হোন, তিনি এটা উপলব্ধি করতে পারুন আর না পারুন — কোনও না কোনও শ্রেণিস্বার্থের সাথে সবাইকে যুক্ত হয়ে পড়তে হয়, কোনও না কোনও শ্রেণির চিন্তাকেই তাকে প্রতিফলিত করতে হয়। ফলে, এরূপ অবস্থায় জেনে হোক বা না জেনে হোক, যখন কোনও না কোনও শ্রেণির চিন্তার সাথে সবাইকে যুক্ত হয়ে পড়তে হচ্ছে তখন বাস্তবে কোনও না কোনও শ্রেণীস্বার্থ নিয়েই চলব, অথচ নিজে ভাবতে থাকব— 'আমি কোনও শ্রেণির সাথেই যুক্ত নই, আমি গোটা সমাজের স্বার্থ নিয়েই ভাবছি'— এর চেয়ে অজ্ঞতা ও আত্মপ্রতারণা আর কিছু হতে পারে না।

(যুবসমাজের প্রতি)

সভ্যতা মুক্তিবেদনায় কাঁপছে

আপনি মজুর, আপনি 'সিভিলাইজেশন'-এর স্রষ্টা, এ সভ্যতার স্রষ্টা। আর এই সভ্যতা মুক্তিবেদনায় কাঁপছে, সে আপনাদের কাছে মুক্তি চাইছে। শুধু আপনাদের মুক্তি নয়, গোটা মানবসভ্যতার মুক্তি আপনাদের হাতে। তার দায়িত্ব শ্রমিকের হাতে। অথচ আপনাদের, শ্রমিকদের সে সম্বন্ধে আজও এতটুকু চেতনা নেই। সেই চেতনা যদি শ্রমিকদের মধ্যে না আসে, সেই চেতনায় শ্রমিকরা যদি উদ্বুদ্ধ না হতে পারেন তাহলে সব ব্যর্থ।

(শ্রমিক আন্দোলনে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে)

মনে রাখা দরকার যে, মজুরের মাইনে বাড়াবার লড়াই বিপ্লবী লড়াই নয়। মালিকদের ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে মজুরের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই হচ্ছে সত্যিকারের বিপ্লবী লড়াই। মজুরের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক লড়াইয়ের মধ্য থেকে যখন এই আকাঙ্ক্ষা, এই স্পৃহা এবং এই চেতনা গড়ে তোলা হয়, বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতির স্বার্থে দরকার হলে দ্বিধাহীন চিত্তে মজুরি ত্যাগ করবার মতো মানসিকতা মজুরদের মধ্যে সৃষ্টি হয়, তখনই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন স্কুল অব কমিউনিজম-এর অর্থে পরিচালিত হল ধরতে হবে।

(যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ সমস্যা প্রসঙ্গে)

অবাধ শিল্প বিকাশের দ্বার খুলে দিতে হলে উৎপাদনকে পুঁজিবাদী উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত করতে হবে

চাষি জীবনের প্রধান দু'টি সমস্যার একটি হচ্ছে জমি উদ্ধার করে জমি বিলি করার পরও গ্রামে যে বাড়তি জনসংখ্যা থেকে যাবে, যাদের জমি দেওয়া যাবে না এবং যে বাড়তি জনসংখ্যা প্রতিদিন গড়ে উঠবে, গ্রামে সেই বাড়তি জনসংখ্যার উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং আর একটি হচ্ছে কৃষির আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ। আর, এ দু'টি মূল সমস্যারই সমাধান জড়িয়ে রয়েছে শিল্পবিপ্লব এবং শিল্পের অবাধ অগ্রগতির দ্বার খুলে দেওয়ার মধ্যে। আর অবাধ শিল্পবিকাশের দ্বার আমরা তখনই খুলে দিতে পারি, যখন পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে উৎপাদনকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক ও উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত করে দিতে পারি।

(ভারতবর্ষের কৃষি সমস্যা ও চাষি আন্দোলন প্রসঙ্গে)

সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদ ছাড়া সাংস্কৃতিক অবক্ষয় প্রতিরোধ হবে না

যুবসমাজকে প্রকৃত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদের ভিত্তিতে তাদের উন্নততর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান গড়ে তুলতে না পারলে কোনও মতেই এই অবক্ষয়কে প্রতিরোধ করা যাবে না।

(সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বেকার সমস্যার সমাধান কোন পথে)

প্রস্তুতি ঘরে ঘরে

একের পাতার পর

রেখে ব্রিগেড যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ছাত্ররা ওই দিন কলেজ না গিয়ে এবং যুবকেরা কাজের জায়গায় ছুটি নিয়ে সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। এই আগ্রহের উৎস কোথায়? তাঁরা জানতে চাইছেন জীবন ঘিরে যে হাজারো সমস্যা— তার সমাধান কোথায়? ভোটসর্বস্ব দলগুলি তো এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাই এস ইউ সি আই (সি) -র বক্তব্য জানতে চান তাঁরা।

সেজে উঠছে কলকাতার ব্রিগেড চত্বর এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। হাওড়া, শিয়ালদা স্টেশন

এআইইউটিইউসি-র উদ্যোগে নদিয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি-সভা

চত্বর, কলেজ স্ট্রিট-শ্যামবাজার-মানিকতলা-উল্টোডাঙা-বিধাননগর থেকে টালিগঞ্জ-রাসবিহারী-হাজরা-ভবানীপুর-পার্ক স্ট্রিট-ধর্মতলা-বউবাজার শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতি সংবলিত ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছে অজস্র। লাগানো হচ্ছে বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতীক রক্তপতাকা, এস ইউ সি আই (সি) নামাঙ্কিত ব্যানার। স্বেচ্ছাসেবকেরা দিনরাত এক করে এগুলি তৈরি করছেন, বিভিন্ন জায়গায় লাগানোর ব্যবস্থা করছেন।

চলছে ৫ আগস্টের সভার জন্য আন্তর্জাতিক এবং কমরেড শিবদাস ঘোষকে নিয়ে রচিত সঙ্গীত এবং নানা গণসঙ্গীতের রিহার্সাল। কিশোর বাহিনী কমসোমলের সদস্যরা কয়েক মাস ধরে প্যারেড রিহার্সাল করছেন, যাতে নিখুঁত ভাবে গার্ড অব অনার জানানো যায়। কমরেড শিবদাস ঘোষের বিশাল প্রতিকৃতিতে রেড স্যালুট করে সম্মান জানানোর জন্য কমসোমল সদস্যদের মধ্যে এক আবেগময় অনুভূতি কাজ করছে। মহান এই চিন্তানায়কের নানা বিষয়ে দিকনির্দেশকারী অমূল্য শিক্ষার উদ্ধৃতি প্রদর্শনী হবে ব্রিগেডে। তা তৈরির জন্য একদল কমরেড দিনরাত পরিশ্রম করে কাজ করছেন। বইয়ের স্টল কী ভাবে সাজানো যায় তা নিয়েও চলছে চর্চা। দলের মেডিকেল ইউনিটের সদস্যরা মেডিকেল ক্যাম্প করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।

চলছে নানা রাজ্য এবং জেলা থেকে আসার প্রস্তুতি। আস্ত ট্রেন বুক করে, কামরা রিজার্ভ করে, বাস রিজার্ভ করে, নদীপথে ভুটভুটিতে করে হাজার হাজার মানুষ ব্রিগেডে আসবেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রত্যন্ত এলাকা গোসাবা, কে প্লট, জি প্লট, এল প্লট থেকে ভোররাতে যন্ত্রচালিত নৌকোয় দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে বাস ধরে ব্রিগেড আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন মৎস্যজীবী, স্কিম ওর্য়ার্কার এবং পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা। জেলার নামখানা, জয়নগর, ক্যানিং, কুলতলি, বজবজ, রায়দিঘি সর্বত্র দলের কর্মী-স্বেচ্ছাসেবকরা ঘরে ঘরে চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন। কৃষক যেমন করে জমিতে বীজ পুঁতে জল-সার দিয়ে অপেক্ষা করে সোনার ফসলের, সেরকমই প্রতিটি পরিবারে ছাত্র-যুব-মহিলাদের মধ্যে দল সম্পর্কে আকর্ষণ তৈরির চেষ্টা করছেন, দলের নেতাদের বক্তব্য শোনার মন তৈরি করছেন কর্মীরা। বহু জায়গায় স্থানীয় ছাত্র-যুবকেরা দলের নেতাদের কাছ থেকে বুঝে নিচ্ছেন ব্রিগেড সফল করতে তাদের কী ভূমিকা নিতে হবে। প্রত্যেকে এক একজন সংগঠকের মতো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন।

সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে চরম হতাশা সৃষ্টি হয়েছে, তার বিপরীতে ব্রিগেড সমাবেশের প্রচার গ্রামীণ মানুষের মধ্যে আশার আলো দেখাচ্ছে। দলের শিক্ষায় কর্মীরা বলছেন, ‘পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি নয়, লড়ে অধিকার আদায় করতে হবে সাধারণ মানুষকেই।’ কৃষক-খেতমজুর-দিনমজুর-ছোট ব্যবসায়ী-দোকানদার-দর্জিশ্রমিকরা তৈরি হচ্ছেন ট্রেনে-বাসে-ম্যাটাডোরে করে ব্রিগেড আসার জন্য। তারা অর্থসংগ্রহ করছেন। কেউ রুটি, কেউ চিঁড়ে-মুড়ি নিয়ে সভায় আসার পরিকল্পনা করছেন। মহিলারা ঘরের ছোট শিশুকে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে রেখে, কেউ সঙ্গে করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছেন। জেলার বহু অঞ্চল নদীবহুল। নদীপথে লঞ্চ, নৌকোতে বহু মানুষকে আসতে হবে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। কাঁকড়া-মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের পেটে যেতে হয় সুন্দরবনের এই এলাকার মানুষজনকে, তারা জীবনের প্রতি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়াই করেন। তাঁরা জানতে আসবেন এস ইউ সি আই (সি) দলের লড়াইয়ের উৎস মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। তাদের জীবনের শোষণ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষের বক্তব্য শুনতে আসবেন। আবার যাঁরা একসময় দ্বীপগুলি থেকে মাইলের পর মাইল নদীপথে নৌকায় দাঁড় বেয়ে রায়দিঘি, পাথরপ্রতিমা পৌঁছতেন পার্টির মিটিংয়ে, তাঁরা আজ প্রবীণ। তাঁদের অনেকেই এই সভায় আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

ব্রিগেড সমাবেশের প্রচারে হাওড়ার বাগনানে মিছিল

পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে কয়েক মাস ধরে চলেছে শিবদাস ঘোষের জীবন সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা সভা, কর্মী বৈঠক। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্যেও দলের প্রার্থীরা সাধারণ মানুষের কাছে সর্বত্র ব্রিগেড সমাবেশের আহ্বান জানিয়েছেন। নির্বাচনী সভাগুলিতে দলের বক্তব্য মানুষ আগ্রহের সাথে শুনেছেন, পথসভাগুলিতে মানুষ এসে নাম লিখিয়েছেন ব্রিগেডে যাওয়ার জন্য। বর্ধমান শহরে বুক স্টল, উদ্ধৃতি প্রদর্শন, প্রচার সভা এবং অর্থসংগ্রহ করা হয়। রিক্সাচালক, টোটো চালক, হকার, সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক সকল স্তরের সাধারণ মানুষ দলের তহবিলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ব্রিগেড সমাবেশের প্রচারে বর্ধমানে বুকস্টল

পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে বাসে করে এবং আগের দিন রাতের ট্রেনে মানুষজন পৌঁছবেন। রাতে ট্রেনে যারা আসবেন তাদের স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া এবং আবার নিয়ে যাওয়ার জন্য ছোট গাড়ি বা ট্রাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া ৫ আগস্ট ভোর থেকেই ট্রেনে করে মানুষ কলকাতা রওনা দেবেন।

নদীয়া উত্তর সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে করিমপুর থেকে বেথুয়াডহরির অসংখ্য স্থানে প্রচার সভা, গ্রুপ বৈঠক হয়। মোটরভ্যান চালকরা মিটিং করে তাঁদের পরিবারের সকলকে নিয়ে ৫ আগস্ট বিগ্রেড সমাবেশে যাওয়ার অঙ্গীকার নেন। জেলা নেতৃত্ব বলেন, জেলা থেকে অসংখ্য বাস এবং ট্রেনে করে ব্রিগেডের উদ্দেশে রওনা দেবেন সাধারণ মানুষ ও কর্মীরা।

নদীয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সর্বত্র চলছে ছোট ছোট গ্রুপ বৈঠক। কৃষ্ণনগরে শিক্ষক, অধ্যাপক ও অন্যান্য ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনদের নিয়ে শিবদাস ঘোষের জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা সভা হয়। প্রচারের জন্য কৃষ্ণনগর শহর জুড়ে লালপতাকা, ‘ব্রিগেড চলো’ ফেস্টুন দিয়ে সাজানো হয়েছে। জেলার বিভিন্ন স্থানে টোটো-মাইক সহযোগে চলছে লিফলেট বিতরণ ও অর্থ সংগ্রহ।

হাওড়ার বাগনান সহ সর্বত্র বহু সভা, মিছিল, ছাত্র-যুব মিটিং হয়। হাওড়া গ্রামীণ সাংগঠনিক জেলা থেকে ব্রিগেড সমাবেশে যাওয়ার জন্য বাস রিজার্ভ করা হয়েছে। লোকাল ট্রেনেও বহু মানুষ যাবেন। হাওড়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে প্রচার হয়েছে।

কোচবিহার শহরে দলের প্রচার শুনে কয়েকজন সাধারণ মানুষ অফিসে এসে বলে গেছেন তাঁরা কলকাতা যাবেন। কয়েকজন দোকানদার সকালে বেচাকেনার অভাবে চাঁদা দিতে না পারায় পরে পার্টি অফিসে এসে চাঁদা দিয়ে গেছেন। ব্রিগেড সমাবেশের ফ্লেক্স টাঙানো হচ্ছিল শহর লাগোয়া টাকাগাছ এলাকায়। একজন ফুচকা বিক্রেতা কর্মীদের ডেকে বলেন, আমাকে একটা ফ্লেক্স দিয়ে যাও, আমি প্রতিদিন ফ্লেক্সটা আমার দোকানে টাঙিয়ে রাখবো। তিনি প্রতিদিন দোকানে ফ্লেক্সটি টাঙিয়ে ব্রিগেড সমাবেশের প্রচার করেন। এই ছোট ছোট ঘটনাগুলি দেখিয়ে দেয় ব্রিগেড প্রচার সাধারণ মানুষের মধ্যে অনুরণন তুলতে পেরেছে।

কোচবিহার জেলার এলাকায় এলাকায় গ্রুপ সিটিং, পথসভা, মাইকপ্রচার, সাইকেল মিছিল, বুকস্টল করে প্রচার চলছে। ৬০-৭০ কিলোমিটার দূর থেকে কর্মী সমর্থকরা ৪ আগস্ট ভোরেই রওনা দেবেন সকাল ১০টার মধ্যে নিউ কোচবিহার স্টেশনে পৌঁছে স্পেশাল ট্রেনে ব্রিগেড সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য।

পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায় দলের কর্মীরা এখন শেষ পর্বের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। পূর্ব মেদিনীপুরের ট্রেন রুট সংলগ্ন এলাকাগুলি থেকে প্রধানত ট্রেনে এবং দূরের অঞ্চলগুলি থেকে বাস রিজার্ভ করে সমাবেশে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। ট্রেন ছাড়াও শতাধিক বাস ইতিমধ্যে রিজার্ভ করা হয়েছে। শুধু এই জেলা থেকেই ১০-১২ হাজার মানুষ যোগ দেবেন সমাবেশে। প্রচুর দেওয়াল লিখন ছাড়াও পূর্বের মেচেদা তমলুক কাঁথি, বাজকুল, হলদিয়া পাঁশকুড়া, পশ্চিমের মেদিনীপুর, বেলদা, নারায়ণগড়, সবং, পিংলা, খড়গপুরের মতো শহর ও গঞ্জগুলিতে চোখে পড়ছে ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন, ব্যানার, হোর্ডিং, কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবি এবং

পাঁচের পাতায় দেখুন

প্রস্তুতি ঘরে ঘরে

চারের পাতার পর

উদ্ধৃতি। বিভিন্ন জায়গায় তা নিয়ে ছোট, বড়, ঘরোয়া সভা হচ্ছে। জেলার প্রায় প্রতিটি গঞ্জে বাজারে হাটে স্টেশনে প্রায় প্রত্যেকদিন প্রচার কর্মসূচি চলছে। সাড়া দিচ্ছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমজীবী মানুষ। আবার ৫ আগস্টের কর্মসূচি যত এগিয়ে আসছে শিক্ষক অধ্যাপক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আইনজীবী সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেও কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়ছে উত্তরোত্তর। এদের আগ্রহ ও পরামর্শক্রমে বহু জায়গায় আলোচনা সভা হচ্ছে। তারা গভীর আগ্রহে এই কর্মসূচির সাফল্যের জন্য আর্থিক সাহায্য করছেন, অনেকে ব্রিগেডের সমাবেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

নির্বাচনের ফল বেরিয়েছে সদ্য। এখনও এলাকায় এলাকায় ঘটছে কিছু অশান্তির ঘটনা। নির্বাচনসর্বস্ব দলগুলির মধ্যে সুবিধাবাদী আঁতাত এবং তার মধ্যেও পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কোথাও জিত, কোথাও অল্প কিছু ভোটে হার হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই এলাকায় এলাকায় দলের সমর্থক বহু পরিবার, বাড়ির সকলকে নিয়েই সমাবেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অনেকেই নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে সমাবেশে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। গভীর

সাজানো হচ্ছে শিয়ালদা স্টেশন চত্বর

আবেগে দিনরাত কাজ করে চলেছেন দলের কর্মীরা। সমর্থকরা এগিয়ে আসছেন পরিশ্রম, অর্থ, চাল সাহায্য দিয়ে এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য। পশ্চিম মেদিনীপুরের উত্তর ও দক্ষিণ দুই সাংগঠনিক জেলা মিলে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এ পর্যন্ত ট্রেন ছাড়াও প্রায় ১০০টি বাস রিজার্ভ করা হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা থেকে ১০ হাজার মানুষ ব্রিগেডে যাবেন।

উত্তরবঙ্গ জুড়ে প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি। ধান চাষ এবং চা-এর ভরা মরসুম। কৃষকদের মাঠ থেকে মুখ তোলার অবকাশ নেই। এরই মধ্যে সংগঠকদের চাষের মাঠে নেমে ৫ আগস্টের প্রস্তুতির কাজ করতে হচ্ছে। বিগত বছরগুলিতে কাঁচা চা পাতা ৪৫-৫৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও এ বছর চা-চাষিরা কেজি প্রতি ১৩-১৫ টাকার বেশি দাম পাচ্ছেন না। ফলে ক্ষোভে ফুঁসছেন তাঁরা। তার মধ্যেও ব্রিগেডের সভায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ব্রিগেডে যাওয়ার জন্য কৃষকদের অনেকে ধান রোপণের কাজ আগে থেকেই করে নিচ্ছেন।

দলের মহান আদর্শকে বুকে বহন করে বানারহাট, মালবাজার সহ জেলার বিস্তীর্ণ চা বাগান বলয় এবং ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি সদর, রাজগঞ্জ ব্লকের বিস্তীর্ণ কৃষি বলয় এবং জলপাইগুড়ি জেলার যে সামান্য কিছু কারখানা আছে সেখান থেকে শ্রমিক সহ কয়েক হাজার মানুষ ব্রিগেড সমাবেশে আসবেন।

দার্জিলিং-এ সমতলের প্রায় সমস্ত এলাকায়

শিলিগুড়িতে প্রচার মিছিল

প্রচার হয়েছে। চা শ্রমিক, কৃষক, পাথর ভাঙা শ্রমিক, ভ্যান চালক, দিনমজুর, পরিচারিকা, নন-স্কিলড কর্মী, স্কিম ওয়ার্কার, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজের ডাক্তার সহ সর্বস্তরের ছাত্র এবং গ্রাম শহরের সাধারণ মানুষের কাছে কর্মীরা কমরেড শিবদাস ঘোষের নাম ও এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলকে নিয়ে গেছে। অসংখ্য গ্রুপ বৈঠক হয়েছে। অবিশ্রান্ত বর্ষণ, প্রখর রৌদ্রতাপকে উপেক্ষা করে কর্মীরা বৈঠক করে সমাবেশে অংশ নেওয়ার জন্য জনগণকে প্রস্তুত করেছেন। জেলায় এই প্রচার আন্দোলনে ছাত্রকর্মীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তারা চা বাগান সহ বিভিন্ন এলাকায় ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করতে গিয়ে চা শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, পরিচারিকা মহিলা সহ সাধারণ মানুষকে নিয়ে বৈঠক করেছেন। শিলিগুড়ি শহরে পরিচারিকাদের একটি কমিটি ও শিশু কিশোরদের ক্লাব তৈরি হয়েছে।

অসংখ্য নতুন এলাকায় প্রচার ও যোগাযোগ করা হয়েছে। সেগুলি হল— নকশালবাড়ি, নেপাল লাগোয়া মেচি বস্তি, পানিট্যাংকি থেকে শুরু করে বাতাসি, ঘোষপুকুর, খড়িবাড়ি বিস্তীর্ণ এলাকা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গোসাইপুর, তারাবাড়ি, বালাসন, আলসিয়া বাজার, সিসাবাড়ি, নিশ্চিন্তপুর চা বাগান, পাথরঘাটা অঞ্চল। মেডিকেল-সুশ্রুতনগরকে কেন্দ্র করে মেডিকেল কলেজ কলমজোত, কাওয়াখালি, নিমতলা, ঠিকনিকাটা। শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের টিকিয়াপাড়া, বাগরাকোট, কলাবাগান সর্বত্রই শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা নিয়ে পৌঁছে গেছেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

তোমাদের বড় হওয়াটা খুব জরুরি ছিল

একের পাতার পর

৫ আগস্ট ব্রিগেড সমাবেশ নিয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহের এমন প্রকাশই দেখা যাচ্ছে সর্বত্র। এই ভাবেই প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে উঠে তাঁরা গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, যেন তাঁদের মনের কোণে দীর্ঘদিন লালন করা একটা আকাঙ্খাই বাস্তবে রূপ পেতে চলেছে ৫ আগস্ট।

উত্তর কলকাতার প্রাক্তন-শাসক দলের এক পদাধিকারী ব্রিগেড সমাবেশের খবর পেয়ে বললেন, জীবনের শুরুতে যে বামপন্থার স্বপ্ন দেখেছিলাম সে রাজনীতির চর্চা আপনাদের দলই করছে। আমাদের দল ব্যর্থ হয়েছে। কর্মীরা ব্রিগেডের জন্য বিরাট খরচের কথা বলতে তিনি যথাসাধ্য দিয়ে বললেন, আপনাদের কাগজটা নিয়মিত দিয়ে যাবেন।

ছোট মুদির দোকান। ব্রিগেডের প্রচারপত্রটি পেয়ে বললেন, কত টাকার কুপন আছে? কর্মীটি উত্তর দিতে তিনি একটি পঞ্চাশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এত বড় আয়োজনে তোমাদের তো অনেক টাকার দরকার।

এক কর্মী গিয়েছিলেন দক্ষিণ কলকাতায় এক পরিচিত বামপন্থী মানুষের কাছে। ব্রিগেডের খবর শুনে বিস্ময়ের সুরে বললেন, ব্রিগেডে মিটিং করতে তো কমপক্ষে তিন-চার লাখ লোক লাগবে! কর্মীটি বললেন, তিন-চার লাখ লোকই হবে। বললেন, কোথায় তোমাদের এত লোক? কর্মীটি বললেন, সেই জন্যেই তো আপনার কাছে এসেছি। আপনারা তো বামপন্থী পরিবার। সবাইকে যেতে হবে ব্রিগেডে। বললেন, দেখো, এক সময় গোটা পরিবারই আমরা সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলাম। তারপর প্রায় ১৫-২০ বছর হয়ে গেল রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কত বার গিয়েছি ব্রিগেডে! কোথায় সে সব দিন! কর্মীটি বললেন, সে-দিন আবার আসছে। তা ছাড়া বামপন্থীদের মনে তো হতাশার কোনও জায়গা নেই। আপনাকে যেতেই হবে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমাদেরই তো এখন ব্রিগেড করা উচিত। তারপরে বললেন, আচ্ছা, যাব আমি।

প্রচার চলছিল বেহালার একটি এলাকায়। মাইকে ব্রিগেডে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন এক কর্মী। অন্যরা রাস্তায়, দোকানে প্রচারপত্র দিয়ে কথা বলছেন। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, অন্য দলের এক কর্মী। তাঁকে লক্ষ্য করে এক দোকানদার চিৎকার করে বললেন, এদের কাছ থেকে আন্দোলন করা শেখ। তোরা তো একটা কমিটির নির্বাচন করলেও দুর্নীতি করিস, আর এরা দেখ কেমন লড়তে লড়তে ব্রিগেডে পৌঁছে গেল।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনের প্রখ্যাত এক প্রবীণ নেতা। বিজেপি সরকার দীর্ঘদিন তাঁকে জেলে আটকে রেখেছিল। ব্রিগেডের খবর দিতেই বললেন, অবশ্যই যাব প্রভাসবাবুর বক্তব্য শুনতে।

খ্যাতনামা এক অ্যানাসথেসিস্ট খবর পেয়ে বললেন, আচ্ছা, আমি কি গাড়ি নিয়ে যেতে পারব। দলের কর্মী অপেক্ষাকৃত জুনিয়র চিকিৎসকটি তাঁকে আশ্বস্ত করলেন যে, গাড়ি রাখার ব্যবস্থা থাকবে। বললেন, তবে আপনি ১২টার মধ্যে পৌঁছনোর চেষ্টা করবেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না না ১২টা নয়, আমি ১১টার মধ্যেই পৌঁছে যাব। মিটিংয়ে আমি প্রথম থেকেই থাকতে চাই।

জাতীয় খ্যাতিসম্পন্ন এক প্রবীণ চিত্রশিল্পীকে দলের কর্মীরা আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন ব্রিগেডে যাওয়ার জন্য। দলের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে যে আবেদনপত্রটি তৈরি হয়েছে, সেটি মন দিয়ে শুনে বললেন, ছোটবেলায় আমি কমিউনিস্টদের দেখেছি। তাদের প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু যারা কথায় কমিউনিস্ট, অথচ রুচি উন্নত নয়, হৃদয় বড় নয়, তাদের প্রতি আমার কোনও শ্রদ্ধা নেই। প্রবীণ শিল্পীর কথায় যেন কমরেড শিবদাস ঘোষের কথারই প্রতিধ্বনি— বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখা গেল তাঁর চোখেমুখে।

সর্বত্রই যেমন দলের কর্মীরা ব্রিগেডের খরচ তোলার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন, তেমনই একটি কলেজে, অধ্যাপকদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করার সময়ে এক অধ্যাপক, আর্থিক সাহায্য দিয়ে

ছয়ের পাতায় দেখুন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুরে দর্জি শ্রমিকদের মধ্যে ব্রিগেড সমাবেশের প্রচার

প্রস্তুতি ঘরে ঘরে

পাঁচের পাতার পর

দলের কর্মীরা। কালিম্পং ও দার্জিলিং-এও যোগাযোগ হয়েছে। ফাঁসিদেওয়া ফুলবাড়িকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় প্রচার চালানো হয়।

পুরুলিয়ায় এ বছর এখনও তেমন বৃষ্টি হয়নি, হয়ত সেই সময়েই চাষের কাজ শুরু হয়ে যাবে, আবার খরা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা, তবুও কৃষকদের মধ্যে সমাবেশে যাওয়ার প্রবল উৎসাহ। নিজেরা অর্থ সংগ্রহ করে স্টেশন পৌঁছনোর জন্য গাড়ি রিজার্ভ করছেন। পুরুলিয়া উত্তরে আনলোডিং, মুটিয়া, ঠিকা শ্রমিক, রঙ শ্রমিক সহ বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা মিটিং করে যাওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছেন। পরিচারিকারা কাজের বাড়ি থেকে ছুটি নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। মহিলারা সংগঠিত হয়ে মিটিং করছেন। ছাত্র-যুবরাও বিভিন্ন পাড়া, গ্রাম ধরে বৈঠক করছে, কলেজে কলেজে প্রচার চলছে। পুরনো দিনের পার্টি কর্মী যাঁদের মধ্যে অনেকেই কমরেড শিবদাস ঘোষকে চাক্ষুষ করেছেন, তাঁদের অনেকেই আজ বয়সের ভারে ন্যুব্জ, কেউ অসুস্থ, তারা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষের সমাপনী সমাবেশে আসতে খুবই আগ্রহী। তাদেরই কয়েকজন বাস রিজার্ভ করার জন্য আর্থিক ব্যয় বহন করেছেন। পুরুলিয়া দক্ষিণের মানবাজার, বান্দোয়ান, আড়শা সহ নানা গ্রামীণ এলাকায় শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে প্রচার চলছে জোরকদমে।

মালদা জেলার ১৫টি ব্লকের মধ্যে ১০টি-তে দেওয়াল লিখন, পোস্টারিং এবং কর্মী সমর্থকদের নিয়ে গ্রাম বৈঠক, মিটিং হয়েছে, বাজারে মাইক প্রচার হয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, ইংলিশ বাজার, গাজোল, আলমপুর সহ অন্যান্য জায়গায় দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মিটিং করেছেন। সমাপনী সমাবেশ উপলক্ষে এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে ১৩ জুন শ্রমিকদের বিশাল মিটিং হয়। এতে জেলার ১৫টি ব্লকের শ্রমিকরা অংশ নেন। এ আই ডি এস ও ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত করছে। ট্রেনে শত শত কমরেড আসবেন। বয়স্ক, অসুস্থরাও এই সমাবেশে আসতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

এ ছাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও প্রচার, গ্রুপ বৈঠক, বুক স্টল, উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, সাইকেল মিছিল, বাইক মিছিল চলছে। এ ছাড়া জেলায় জেলায় গড়ে ওঠা কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ কমিটির উদ্যোগে সভা-সমাবেশ হচ্ছে। এ ভাবেই জেগে উঠেছে গ্রাম-শহর।

তোমাদের বড় হওয়াটা খুব জরুরি ছিল

পাঁচের পাতার পর

বললেন, তোমরা যে সকলের থেকে সাহায্য চাইছো, এটা কি ঠিক? তা হলে তো অন্য কোনও দল এলে তাদেরও সাহায্য করতে হবে। উপস্থিত কর্মীরা কিছু বলার আগেই পাশে বসা এক অধ্যাপক বললেন, আপনি যে ভাবে যুক্তি করলেন, আমার মনে হয় এটা ঠিক নয়। প্রথমত কোনও দলকে সাহায্য করা মানে সেই দলের সমর্থক হওয়া, কর্মী হওয়া নয়। আমার যদি সেই দলের কাজকর্ম ভাল লাগে তবে তাদের আমার আর্থিক সাহায্য করা উচিত। দ্বিতীয়ত, অন্য দলগুলির এ ভাবে অর্থ সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় না। শাসক দলগুলি যে ভাবে টাকা তোলে তা আমার আপনার সকলেরই জানা। এস ইউ সি আই-ই একমাত্র দল যারা এ ভাবে সাধারণ মানুষের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালায়।

কোচবিহারে দলের তরুণ কর্মীরা ব্রিগেডে যাওয়ার জন্য চাঁদা তুলতে বেরিয়ে একজনকে বললেন, কাকু, আমরা একটা ট্রেন নিয়ে ব্রিগেডে যাচ্ছি। ভদ্রলোক একশো টাকা দিয়ে বললেন, একটা ট্রেন নিয়ে যাচ্ছি বলবে না। বলবে, ট্রেনে যাচ্ছি। কর্মীরা যখন তাঁকে জানালেন, কোচবিহার জেলা থেকে সত্যিই একটা আস্ত ট্রেন ভাড়া করা হয়েছে তখন তাঁর বিস্ময় যেন শেষ হতে চায় না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পকেট থেকে আরও কিছু টাকা বের করে কর্মীদের দিয়ে বললেন, তোমরা পরে আবার এসো। ওই শহরেরই একটি বাম দলের বর্তমান এক কাউন্সিলার চাঁদা দিয়ে বললেন, আমরা যা করতে পারিনি, তোমরা তা করে দেখাচ্ছ। সেই জন্য তোমাদের লাল সেলাম। বললেন, আমরা চাই বামপন্থী দলগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। কিন্তু আমাদের নেতারা তো তাতে রাজি নয়।

হুগলির একটি এলাকায় পূর্বতন শাসক বাম দলের এক কর্মীকে ব্রিগেডের আমন্ত্রণ জানানোয় বললেন, পুঁজিপতিদের দল কংগ্রেসের সঙ্গে যাওয়াটা একেবারে মেনে নিতে পারিনি। তা ছাড়া ক্ষমতায় থাকার সময়ে দেখেছি, গরিব মানুষকে বঞ্চিত করে নেতারা কী ভাবে চাকরি এবং অন্য সুযোগ-সুবিধা আত্মীয়-ঘনিষ্ঠদের দিয়েছে। বললেন, দল ছাড়লেও আমি বামপন্থীই আছি। আমি ব্রিগেডে যাব।

পূর্ব বর্ধমানের একটি বামপন্থী দলের জেলা কমিটির এক সদস্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে বললেন, আপনারাই যথার্থ বামপন্থী দল। আপনাদের বৃদ্ধি এবং শক্তির উপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। বললনে, আমি আপনাদের সঙ্গে আছি।

জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ এলাকায় ৮৫ বছর বয়সী কমরেড লস্কর রায়। দু'জন কর্মী তাঁর বাড়িতে গিয়ে ব্রিগেড কর্মসূচির কথা বললে তিনি তার চার ছেলেকে ডেকে বলেন, আমি তো জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। তোমাদের মধ্যে দলের ঝাণ্ডাকে কে বহন করবে? বড় ছেলে অতুল এগিয়ে এসে বললেন, আমিই এই ঝান্ডা বহন করব। কমরেড অতুল এলাকার বেশ কিছু মানুষকে নিয়ে ব্রিগেডে আসার পরিকল্পনা করেছেন।

পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে গ্রামে গ্রামে প্রচার চলছে। সদ্য নির্বাচনে এক নির্দল জয়ী ব্যক্তি ২০০ টাকা চাঁদা দিয়ে বলেন, আমরা সবাই এবার ব্রিগেডে যাব। আপনাদেরকেই একমাত্র ভরসা করা যায়।

শিলিগুড়ির টিকিয়া পাড়ায় কর্মীদের আলোচনা শুনে এক মহিলা উদ্যোগ নিয়ে বেশ কিছু সভার আয়োজন করেন। জেলার এক পরিচারিকা সংগঠক তাঁর জমানো টাকার পুরোটাই ব্রিগেডের খরচের জন্য দিয়ে দিয়েছেন।

সাধারণ মানুষের এই ভরসার উপর গভীর আস্থা থেকেই দল ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিয়েছে। সেই সমাবেশকে সফল করতে সাধারণ মানুষও তাই সর্বত্রই দলের কর্মীদের সহযোগীর ভূমিকা নিচ্ছেন।

আলোচনা এড়াচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

দুয়ের পাতার পর

থেকে গেছে। বিজেপি সেই ফাঁকটাকে আরও একটু বিস্তৃত করে মেইতেইদের কুকিদের হাত থেকে বাঁচানোর অবতার সাজতে চেয়েছে। এর জন্য তারা সুপরিকল্পিতভাবে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংকে মেইতেইদের ত্রাতা হিসাবে তুলে ধরে প্রচার চালিয়েছে। তাঁর একপেশে ভূমিকা সরকারের ওপর কুকিদের বিশ্বাস পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছে।

সারা দেশেই জমি, জলাভূমি, জঙ্গল থেকে জনজাতিদের উচ্ছেদ করার পিছনে এ দেশের একচেটিয়া মালিকদের বড় স্বার্থ আছে। মণিপুরেও তাই। পাহাড়ের মালিকানায় জমি দখল না করলে তারা মণিপুরের সাথে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার লাভজনক ব্যবসার রাস্তাকে নিরঙ্কুশ করতে পারছে না। ওই পাহাড়ের খনিজ এবং বনজ সম্পদের দখলও পাচ্ছে না। একসময় কংগ্রেস সরকার এই কাজটি করার চেষ্টা করেছিল। এখন বিজেপি অতি তীব্র গতিতে এই কাজে নেমেছে। বিজেপি রব তুলেছে, মণিপুরের পাহাড় অনুপ্রবেশকারীতে ছেয়ে গেছে। অথচ সম্প্রতি মেইতেইদের স্বার্থ

মহারাষ্ট্রের নাগপুরে মণিপুরের বর্বর ঘটনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

রক্ষাকারী সংগঠন 'কোকোমি'র মুখপাত্র ফ্রন্টলাইন পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কোনও নথি পরীক্ষা ছাড়াই কেবলমাত্র মৌখিক জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে ২১০৭ জনকে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে। কেবলমাত্র মৌখিক জিজ্ঞাসা কী করে একজনের নাগরিকত্ব প্রমাণের ভিত্তি হয়, সে প্রশ্ন সরিয়ে রাখলেও দেখা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ নয়, সরকারের উদ্যোগে মাত্র ২ হাজার লোককে বহিরাগত বলে চিহ্নিত করা গেছে। অনুপ্রবেশ রোখা, সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে নিরস্ত্র করা, ড্রাগ চোরাচালান রোখা এইগুলো কেন্দ্র এবং রাজ্য

বিহারের পাটনায় বিক্ষোভ

সরকারেরই দায়িত্ব। অথচ এইগুলির জন্য স্থানীয় কুকি-জো জনগোষ্ঠীকে সামগ্রিকভাবে দায়ী করে চলেছে বিজেপি সরকার। ভারতীয় নাগরিক কিংবা নাগরিক নয় এই বিচারের বদলে এখন অদ্ভুত একটা শব্দ আমদানি করা হয়েছে— 'ওল্ড কুকি' এবং 'নিউ কুকি'। বলা হচ্ছে যারা ব্রিটিশদের এবং মেইতেই রাজাদের অনুমতিতে মণিপুরে এসেছিল, তারা 'ওল্ড কুকি'। আর ১৯৬১-র পরে আসা 'নিউ কুকি'দের মণিপুর ছাড়তে হবে। তার ভিত্তি কী, কেন ১৯৬১-ই ভিত্তিবর্ষ? এর কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই। এই কাজ করতে গিয়ে বিজেপি এবং তার সহযোগীরা উপত্যকাবাসী মেইতেইদের মধ্যে যে তীব্র ঘৃণা এবং সশস্ত্র আক্রমণের মনোভাব তৈরি করেছে তার বিষময় ফল সবচেয়ে বেশি ভোগ করছেন সাধারণ ঘরের মেইতেই যুবকরা। নানা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী মেইতেই এবং কুকি উভয় পক্ষকেই বিপুল অস্ত্র সরবরাহ করে চলেছে। তাতে মণিপুরের সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্য পুরোপুরি বিনষ্ট হতে বসেছে। এই উস্কানির রাজনীতি যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে তা ক্রমাগত হাতের বাইরে যাচ্ছে। দাঙ্গার শুরু থেকে কোনও পদক্ষেপ না করে সরকার পরিস্থিতিকে জটিল থেকে জটিলতর হতে দিয়েছে।

মণিপুরের বর্তমান জটিল সমস্যা সমাধানে কুকি কিংবা মেইতেই সহ সমস্ত খেটেখাওয়া মানুষকে বুঝতে হবে, একদল খেটেখাওয়া মানুষের শত্রু অপর অংশের খেটেখাওয়া মানুষ হতে পারে না। মেইতেই এবং কুকি সহ সমস্ত মেহনতি মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যা কার্যত এক। এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে একযোগে শাসক শ্রেণির শোষণ-বঞ্চনার রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়তে পারলেই একমাত্র সকলের সমস্যার সমাধানের রাস্তা মিলতে পারে। না হলে বৃথা রক্তপাত আর স্বজন হারানোই ভবিতব্য। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা এই সত্যটা জানেন বলেই চুপ করে থেকে মানুষকে লড়তে দিচ্ছেন পরস্পরের বিরুদ্ধে। এতে শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির লাভ, সাধারণ মানুষের সর্বনাশ।

রাজ্যে রাজ্যে চলছে ব্রিগেড
সমাবেশের নিবিড় প্রস্তুতি

আক্ষরিক অর্থেই আসমুদ্রহিমাচল জুড়ে চলছে প্রস্তুতি। দক্ষিণের কর্ণাটক, কেরালার মতো যে রাজ্যগুলিতে দলের সংগঠন শক্তিশালী, সেগুলি ছাড়াও অন্য সব রাজ্য থেকেও কর্মী-সমর্থরা ব্রিগেডে আসার প্রস্তুতি চালাচ্ছেন জোর কদমে।

ঝাড়খন্ড রাজ্য জুড়ে এমন অজস্র ছোট ছোট সভা করেছেন কর্মীরা

কমরেড শিবদাস ঘোষ ওড়িশার বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরেছিলেন, সভা করেছিলেন আন্দোলন গড়ে তুলতে, সংগঠন গড়ে তুলতে। রাউরকেলা, কটক, সুকিন্দার বহু প্রবীণ মানুষের মনে সেই স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই সব এলাকায় কর্মীরা ৫ আগস্ট ব্রিগেড সমাবেশের প্রচার করতে গিয়ে এমন বহু মানুষের দেখা পাচ্ছেন যাঁদের স্মৃতিতে আজও বেঁচে আছে সেই দিনগুলোর কথা। ব্রিগেড সমাবেশের ডাক শুনে উজাড় করে দিচ্ছেন সে স্মৃতিভাণ্ডার। মহান নেতার জন্মশতবর্ষের কর্মসূচিতে অশক্ত শরীরেও তাঁরা আসতে চান। উল্লেখ্য, ওড়িশা দুটি গোটা ট্রেন রিজার্ভ করেছে ব্রিগেডে আসার জন্য। একটি ছাড়বে পুরী থেকে, অন্যটি সম্বলপুর থেকে। কোথাও ট্রেনের বেশ কিছু কামরা রিজার্ভ করা হয়েছে, এতেও কুলোবে না। তাই বহু জায়গায় কর্মী-সমর্থকরা আসবেন বাস ভাড়া করে কিংবা সাধারণ ট্রেনে। ফলে গোটা ওড়িশা জুড়েই চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। কর্মীরা জানাচ্ছেন, পুরোপুরি বৃষ্টিনির্ভর এই রাজ্যের চাষিরা এখন চাষের কাজে ভীষণ ব্যস্ত। তা সত্ত্বেও গভীর আবেগ থেকেই ব্রিগেডের সমাবেশে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা।

বিহারেও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। গত শতকের সাতের দশকে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি) সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই রাজ্যে। পুরনো এলাকার সংগঠন ছাড়াও নতুন নতুন এলাকায় সংগঠন গড়ে উঠছে। ব্রিগেডের প্রচারে গিয়েও বহু নতুন জায়গায় যোগাযোগ গড়ে উঠছে। মজফফরপুর থেকে একটি রিজার্ভ ট্রেন আসবে ব্রিগেডের লক্ষ্যে। ভাগলপুর, জামালপুর প্রভৃতি জেলা থেকে বেশ কিছু কামরা রিজার্ভ করা হয়েছে। পাটনা, জাহানাবাদ প্রভৃতি জেলাগুলির কর্মী-সমর্থকরা আসবেন ট্রেনে। গোটা রাজ্য জুড়েই চলছে এ নিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি। অসংখ্য সভা করছেন কর্মীরা, শ্রমিক মহল্লাগুলিতে চলছে নিবিড় প্রচার।

ঝাড়খণ্ড জুড়েও চলছে ব্যাপক প্রচার। নতুন নতুন এলাকায় কর্মীরা গিয়ে সভা করছেন। গড়ে উঠছে নতুন সংগঠন। বস্তি এলাকাগুলিতে গিয়ে সভা করে ব্রিগেডের সভার প্রচার চলছে। রাজ্যে এই প্রথম কমরেড শিবদাস ঘোষ সম্পর্কে এমন সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রচার চলছে। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ কমরেড শিবদাস ঘোষ কত বড় মানুষ ছিলেন জানার পর বলছেন, আমরাও ব্রিগেডে যাব এই মানুষটি সম্পর্কে আরও বেশি করে জানতে। কর্মীদের কাছ থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষ সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছেন, তার আকর্ষণেই মানুষ ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের এলাকায় সভা করার জন্য। সভা থেকে পরিকল্পনা করছেন ব্রিগেডে আসার জন্য। রাজ্যের বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশও সভার খবর জেনে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

উত্তরপ্রদেশ জুড়েও চলছে ব্রিগেডের প্রচার। নতুন নতুন জায়গায় গড়ে উঠছে সংগঠন। দিল্লির কৃষক আন্দোলন চলার সময়ে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের সম্বল জেলার মতো এলাকাগুলিতে বহু কৃষক যোগাযোগ পাওয়া গিয়েছিল। সেই সব এলাকায় খেটে-খাওয়া মানুষ দলের নেতা-কর্মীদের ডেকে নিয়ে গিয়ে সভা করছেন। সেখান থেকে কৃষকরা যোগ দেবেন ব্রিগেডের সমাবেশে। বেনারসে গড়ে উঠছে নতুন সংগঠন। সেখানেও সভা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মানুষ ব্রিগেডে আসার। এ ছাড়াও জৌনপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, মোরাদাবাদের মতো পুরনো সংগঠিত এলাকাগুলি থেকে আসবেন কর্মী-সমর্থকরা।

ত্রিপুরায় বিজেপির প্রবল সন্ত্রাসের পরিবেশের মধ্যেও কর্মীরা ব্রিগেড সমাবেশের জন্য প্রচার করছেন। পশ্চিম ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরা, গোমতী প্রভৃতি জেলা জুড়ে উদ্বৃতি প্রদর্শনী, বুকস্টল, মিছিল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রচার চলছে। খোয়াই ও সিপাহিজলা জেলাতে ছাত্ররা প্রচার কাজ চালাতে গিয়ে নতুন নতুন যোগাযোগ পেয়েছেন। আগরতলা, ধর্মনগর সহ বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু ছোট ছোট বৈঠক হয়েছে। কর্মী-সমর্থকরা ব্রিগেডে আসবেন ট্রেনে করে।

আসামের ১৯টি জেলা জুড়ে ব্রিগেডের প্রচার চালিয়েছেন কর্মীরা। বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, অন্য দলগুলির আঞ্চলিক মানসিকতা মোকাবিলা করেই দলের কর্মীরা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন রাজ্যের সর্বত্র। জেলায় জেলায় অজস্র ছোট বৈঠক, সভা করেছেন কর্মীরা। ব্রিগেড নিয়ে কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উল্লেখ করার মতো। দীর্ঘ রেলযাত্রার অসুবিধার কথা কারও মনেও হচ্ছে না। বেশ কিছু এলাকাতে নতুন যোগাযোগ পেয়ে সংগঠনের কাজ শুরু হয়েছে।

এ ভাবেই মানুষের ঘরে ঘরে প্রচার চলছে ২৪টি রাজ্যে। ধারাবাহিক গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে শক্তিবৃদ্ধি ঘটছে এই দলের। সেই বর্ধিত শক্তিরই প্রকাশ ঘটবে ৫ আগস্টের ব্রিগেডে।

৫ই আগস্টের কবিতা

দেখেছি তোমায় অন্ধকারে, আগুন জ্বালাও প্রাণে
চিনেছি তোমায় সারা দুনিয়ায় মুক্তির গানে গানে
দেখেছি তোমায় বেথেলহেমে মক্কা সারনাথে
সকল যুগের মহামানবের সুমহান সাধনাতে

তোমার চোখেই দেখেছি মিছিলে দৃপ্ত লেনিনগ্রাদ
দেখেছি গোপনে হেনেছে আঘাত কুটিল শোধনবাদ
তোমার চোখেই চিনেছি রাষ্ট্র, পুঁজিবাদী এ সমাজ
ভাঙতে হবে শোষণ পীড়ন দাসত্বের এই রাজ

তোমার জন্য ক্ষুদিরাম জাগে বাংলার ঘরে ঘরে
তোমার মননে শরৎচন্দ্র চিনেছি নতুন করে
তোমাতে দেখেছি বিদ্যাসাগর শুকতারা হয়ে জ্বলে
তোমার সুরে কাজী নজরুল মিশেছে চোখের জলে
বিপন্ন কাল কাঁপে থর থর মুক্তির কামনায়
তোমার চিন্তা জাগে দুনিয়ার সংগ্রামী চেতনায়

মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্ট্যালিন মাও সে তুং এর সাথে
তোমার প্রজ্ঞা হাতিয়ার আজ মুক্তিকামীর হাতে।।

— মিলিয়া সাজেম

জীবনাবসান

পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে এস ইউ সি আই (সি) -র প্রবীণ কর্মী কমরেড মনোজকান্তি দাস ২০ জুলাই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

১৯৬০-এর দশকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় কাজ করতে এসে তিনি প্রয়াত কমরেড এন সি রায়ের মাধ্যমে এস ইউ সি আই (সি)-র চিন্তা ও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ধীরে ধীরে দলের একজন নিষ্ঠাবান কর্মীতে পরিণত হন। শত বাধা-বিপত্তি এলেও দল নির্দেশিত যে কোনও দায়িত্ব পালন করতে হাসিমুখে সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত করতেন। বিগত কয়েক বছর ধরে অ্যালজাইমার সহ নানা রোগে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন।

মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্র দলের জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড সুনীল পুরকায়েত সহ কমরেডরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁর বাড়িতে যান এবং মরদেহে মাল্যদান করেন। এরপর তাঁর মরদেহ এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ডিএসডব্লিউসিসি ইউনিয়ন অফিসে নিয়ে আসা হলে সেখানে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। সেখান থেকে বেনাচিতিতে দলের মুখ্য কার্যালয়ে মরদেহ নিয়ে আসা হয়। সেখানে পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডুর পক্ষে জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রণব চ্যাটার্জী, জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী ও অন্যান্য জেলা কমিটির সদস্যরা এবং উপস্থিত কমরেডরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর বীরভানপুর শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ২৮ জুলাই রাজেন্দ্রভবনে তাঁর স্মরণসভা।

কমরেড মনোজকান্তি দাস লাল সেলাম

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় দলের পটাশপুর লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড রবীন্দ্র প্রধান ১২ জুলাই কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ক্যান্সার হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

কমরেড রবীন্দ্র প্রধান ১৯৮৪ সালে বেলদা কলেজে পড়ার সময় ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র সঙ্গে যুক্ত হন এবং দলের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। এলাকায় ফিরে কেলেঘাই নদী সংস্কার, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল চালু, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির বিরোধিতা সহ নানা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন।

গ্রামের মানুষের প্রয়োজনে পাশে থাকায় ও নানা সামাজিক কাজে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল। পরিবারের নানা সমস্যায় তিনি যেমন দলের পরামর্শ নিয়ে চলতেন, তেমনই বাড়িতে দলের কমরেডদের উপস্থিতিতে খুব আনন্দ বোধ করতেন। তাঁর সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন, নিরহঙ্কার মন সকলকে আকৃষ্ট করত। দলের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা, আত্মীয় ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধের কারণে সাধারণ মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করত। অসুস্থ অবস্থাতেও দায়িত্ব পালনে তিনি অবিচল ছিলেন এবং নিয়মিত সকলের খোঁজ নিতেন।

তাঁর মরদেহ দলের আঞ্চলিক অফিসে আনা হলে পূর্ব মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য ও পটাশপুর লোকাল সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাস এবং জেলা ও আঞ্চলিক নেতৃত্বের পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

কমরেড রবীন্দ্র প্রধান লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

উত্তরাখণ্ডে ট্রান্সফর্মার ফেটে মৃত্যু ঃ ক্ষতিপূরণের দাবি

উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে নমামি গঙ্গে প্রকল্পের সাইটে বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণে ১৯ জুলাই মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হল ১৭ জনের। গুরুতর আহত ২৩ জন। এঁদের অধিকাংশই এই প্রকল্পের ঠিকা শ্রমিক।

অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় গভীর বেদনা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কে ভেনুগোপাল ভাট ২০ জুলাই এক বিবৃতিতে নিহত ও আহতদের পরিবারকে যথাক্রমে ১০ লক্ষ ও ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের কাছে। মৃতদের পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন তিনি। এমন দুর্ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করা হয়েছে।

দিল্লিতে হাজার হাজার আশাকর্মীর বিক্ষোভ

দিল্লি আশা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে রাজীব গান্ধী পার্কে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রীয় দফতরের সামনে ১৯ জুলাই মিছিল করে এসে প্রবল বিক্ষোভ দেখান হাজার হাজার আশাকর্মী। অবিলম্বে সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, বেতনবৃদ্ধি সহ তাঁদের দাবিগুলি পূরণ না হলে ২৮ আগস্ট থেকে দিল্লি জুড়ে অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় মিছিল থেকে। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র জেলা উপদেষ্টা ভঁওয়রপাল, প্রধান উপদেষ্টা এম চৌরাসিয়া সহ অন্যান্যরা।

লাগাতার আন্দোলনের চাপে হোসিয়ারি শ্রমিকদের মজুরি বাড়ল

শ্রমিকদের দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে অবশেষে হোসিয়ারি মালিকরা চার শতাংশ হারে মজুরি বৃদ্ধি করতে বাধ্য হলেন। ২৩ জুলাই কোলাঘাটের দেউলিয়ায় এই মর্মে মালিকদের সংগঠন বেঙ্গল হোসিয়ারি টেলার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং শ্রমিকদের সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কর্মকর্তাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় এক চুক্তিপত্র। স্বাক্ষর করেন শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা, সম্পাদক নেপাল বাগ এবং মালিক অ্যাসোসিয়েশনের কোলাঘাট শাখার পক্ষে সভাপতি প্রণব নায়ক, সম্পাদক গণেশ কান্ডার প্রমুখ।

মধুসূদন বেরা বলেন, ২০২০-তে ন্যূনতম মজুরির হার ঘোষিত হলেও তা কার্যকর করেনি মালিকরা। দীর্ঘ আন্দোলনের পর অবশেষে রেটবৃদ্ধির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল। এখনও ২০২১,২০২২,২০২৩ সালের নূন্যতম মজুরি অনুসারে রেটবৃদ্ধি বকেয়া রয়েছে। অবিলম্বে ওই রেটবৃদ্ধির দাবিতে ২৬ জুলাই রাজ্য লেবার কমিশনারের কাছে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হবে বলে মধুসূদনবাবু জানান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান চুক্তি অনুসারে ২০২০ সালের ন্যূনতম মজুরি অনুযায়ী শ্রমিকরা দৈনিক ৩৬১ টাকা রেট পাবেন। যদিও ২০২৩ সালের ন্যূনতম মজুরি অনুসারে শ্রমিকদের দৈনিক ৪১৪ টাকা পাওয়া উচিত।

বিশেষ ঘোষণা

গণদাবীর পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ৫ আগস্টের পর

প্রকাশিত হল

সংগ্রহ করুন

‘হেঁটেই যাব ব্রিগেড’

১৯ জুলাই শিয়ালদহ বজবজ লাইনের সন্তোষপুর স্টেশন সংলগ্ন এক বিশাল বস্তিতে গিয়েছিলাম। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষে ব্রিগেডের সমাবেশে আসার জন্য আহ্বান জানিয়ে একটি গ্রুপ সিটিং হয় সেখানে। না দেখলে বিশ্বাসই হবে না, কী অসহায় অবস্থায় এখানকার গরিব সাধারণ মানুষ দিন যাপন করেন। ত্রিশটি ঘর নিয়ে একটি বস্তি। সভায় আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবন সংগ্রাম ও কেন আমরা তাঁর জন্মশতবর্ষ পালন করছি সংক্ষেপে আলোচনা করি।

আলোচনার শেষে আমার অবাক হওয়ার পালা। আমি যখন ব্রিগেডে আসার আহ্বান জানালাম, এক মহিলা, ষাটের ওপর বয়স, বললেন ‘যাব না মানে! গরিব মানুষের দল, তার নেতার জন্মশতবর্ষে ব্রিগেডের সমাবেশ আমরা সকলেই যাব’। জিজ্ঞেস করলাম— কী ভাবে আপনারা যাবেন? তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমরা ট্রেনে চেপে শিয়ালদা গিয়ে হেঁটে চলে যাব ব্রিগেডে’। বললাম, শিয়ালদা থেকে ব্রিগেড অনেকটা দূর। আর ট্রেনে সেদিন অনেক ভিড় হবে। উনি বললেন, ‘আমরা গরিব মানুষ, আমরা অভ্যস্ত, হাঁটতে আমাদের কোনও অসুবিধা হবে না’। ওই এলাকার কমরেড আনিসুর ছিলেন। তিনি বললেন, ‘এখান থেকে পাঁচ মিনিট হেঁটে গেলে যে মোড়, সেখানে আমাদের বাস থাকবে। আপনারা সেই বাসে ব্রিগেডে যাবেন, মিটিং শুনে আসবেন’।

আমার মনে পড়ছিল, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের একটা কথা— মনুষ্যত্বের দীপশিখা এখনও যদি কোথাও জ্বলন্ত থাকে তা গরিব মানুষের বস্তিতে, কুঁড়েঘরে। এ কথার সত্যতা আমি সেই সন্ধ্যায় স্পষ্ট অনুভব করলাম। বস্তি থেকে বেরিয়ে স্টেশনের দিকে হেঁটে আসার সময় একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, উনি এত জোরের সাথে কী করে বললেন, সবাইকে নিয়ে যাবেন?

শুনলাম, এই মহিলা সকলের কাছে ‘নানি’ বলে পরিচিত। তিনিই বস্তির এই ৩০টি ঘরের অভিভাবকের মতো। পুরুষরা সকলেই কাজে বেরিয়ে যান। সারাদিন ইনিই আগলে রাখেন এই পরিবারগুলিকে। আপদে-বিপদে যখন যেখানে প্রয়োজন হয় তিনি ছুটে যান সকলের জন্য। তিনিই পারেন সকলের হয়ে বড় কাজের ডাকে সাড়া দিতে।

— এক সংগঠকের অভিজ্ঞতা

রাঁচি ঃ একমাস পর মুক্ত মিথ্যা অভিযোগে কারারুদ্ধ ছাত্ররা

একাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় সঠিক ফল প্রকাশের দাবিতে ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলায় এআইডিএসও-র নেতৃত্বে ছাত্রবিক্ষোভ চলাকালীন ১৯ জুন প্রশাসন অন্যায়ভাবে সংগঠনের জেলা সভাপতি, সম্পাদক ও অফিস সম্পাদক যথাক্রমে শ্যামল মাঝি, খুশবু কুমারী ও জুলিয়াস ফুচিককে গ্রেফতার করে। একমাস কারাবাসের পর লাগাতার ছাত্র আন্দোলনের চাপে ১৯ জুলাই তাঁদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।

সঠিক ফল প্রকাশের দাবিতে ১৭ জুন ঝাড়খণ্ডের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সামনে এআইডিএসও-র নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রীরা। ১৯ জুন সেখানেই আবার সমাবেশ শুরু হলে দীর্ঘ অপেক্ষার পর কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন। সাক্ষাৎকার চলাকালীন সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে চেয়ারম্যান পুলিশ দিয়ে প্রতিনিধিদের উপর লাঠিচার্জ করান। এরপর পুলিশ উপরোক্ত তিন প্রতিনিধিকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। সারা রাত থানায় আটকে রাখার পর পরদিন সরকারি কাজে বাধাদান সহ ভাঙচুরের মিথ্যা অভিযোগে তাঁদের জেলে পাঠানো হয়।

১৯ জুলাই কারামুক্তির পর তাঁদের ফুলের তোড়া এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি সংবলিত স্মরণিকা দিয়ে অভিনন্দন জানান রাজ্য হাইকোর্টের আইনজীবী, রাজ্যের বার কাউন্সিল সদস্য সহ এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সমর মাহাতো। উপস্থিত ছিলেন বহু ছাত্রছাত্রী।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com